Registered No, 15.

অমৃত বাজার প্রত্রিকা

৪র্থ ভাগ { ৭ পৌষ বৃহস্পতিবার সন ১২৭৮ সাল ২১ সে ডিসম্বর ১৮৭১ খৃঃ অব্দ } ৩৯ সংখ্যা।

অমৃত বাজার পত্রিকা।

বৃহস্পতিবার ৭ই পৌষ।

আমরা দেখিলাম যে এক জন পত্র প্রেরক সুলভ সমাচারে শান্তিপুরের মিউনিসিপাল কমিশনারদিগের বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন। যেখানে মিউনিসিপালিটী সেখানেই অত্যাচার তবে শান্তিপুরে যে বিশেষ অত্যাচার হয় ইহা আমরা হঠাৎ বিশ্বাস করিতে পারিনা, কারণ শান্তিপুর রামশংকর বাবুর শাসনের অধীন ও শান্তিপুরের বাইস চেয়ারম্যান অতি সৎলোক। শান্তিপুরে অত্যন্ত দলাদলির হাঙ্গামা সুতরাং সেখানকার কাহার নিন্দার কথা শুনিলে প্রথমে আমাদের দলাদলির কথা মনে পড়ে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে অর্ডনান্স ডিপার্টমেণ্টের একজামিনার লিওনর্ড সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার স্থানে কাউপার সাহেব একটিন কাজ করিতেছেন।

আরমি ক্লোদিং তিনটী এজেন্সি আছে একটী বম্বে, একটি মান্দ্রাসে, আর একটি কলিকাতায়। ইহাতে অনর্থক কিছু অর্থ ব্যয় হয় বলিয়া কথা হইতেছে পূর্ব্বোক্ত দুইটি উঠাইয়া কলিকাতায় এজেন্সি দ্বারা ভারতবর্ষের সমুদয় স্থানের কার্য্য সমাধা হয়।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে রাজকুমার ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতেছেন। পার্লিয়ামেণ্ট ফেবরুয়ারি মাসের অর্দ্ধাদ্ধি বসিবে।

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ পত্রিকায় সুরতির বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইত, ইহা আইন বিরুদ্ধ, এই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট উক্ত পত্রিকা কে একবার সতর্ক করেন, কিন্তু ডেলিনিউজ পুনর্বার সেই অপরাধ করাতে প্রোপ্রাইটরের ১০ টাকা দণ্ড হইয়াছে।

লেফটেনেণ্ট গবরণর জ্বরে প্রপীড়িত হইয়া দারজিলিং হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু তথাচ তাহার কার্য্যউৎসাহ কিছু মাত্র কমে নাই। তিনি রবার্ট সাহবকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া সহরে তোলপাড় লাগাইয়া দিয়াছেন। যাহা হউক আমাদের দেশের মঙ্গল, যে মূলের উপর নির্ভর করিতেছে, ক্যাম্বেল সাহেব স্বীয় পদাভিমান সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত ক্রমে অজ্ঞাত সারে তাহার হরণ করিতেছেন। আমরা যখনই চিন্তা করিয়াছি যে ইংরাজাধিকারে ভারতবর্ষ রাখা কি জগদীশ্বরের অভিপ্রায় হয় তবে দেশীয় ভারতবর্ষ বাসী ইংরাজ দিগের ঐক্যতা ভিন্ন কোন মতে আমাদের উন্নতি ও প্রকৃত মঙ্গল সম্পাদন হইবেনা। ইনকম ট্যাক্স দ্বারা এইটি কতক সম্পাদিত হয় কিন্তু ভারতবর্ষ বাসী দিগের নির্বুদ্ধিতা ও কাহার কাহার স্বার্থের নিমিত্ত সে সুযোগ হইতে আমরা অনেক পরিমাণে বঞ্চিত হইয়াছি। ক্যাম্বেল সাহেব যে পদ্ধতিতে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে আবার এবিষয়ে আমাদের কতক আশার উদ্রেক হইয়াছে। রবার্ট সাহেবকে তিনি ন্যায্য কি অন্যায্য পুর্ব্বক কর্ম্মচ্যুত করুন, তাহার অচিহ্নিত কর্ম্মচারি দিগকে করিয়া যে তাদৃশ অনুরাগ নাই তাহা ইহাতে সম্পুর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে। রবার্ট সাহেব এক জন বিলাতি ইংরাজ, এখানে একটি প্রধান রাজপদে আরূঢ় ছিলেন বিশেষতঃ তাহার নিজ ক্ষমতাতে তিনি এখানে এক জন মহামান্য ব্যক্তি এবং ইহার প্রতি যখন ক্যাম্বেল সাহেব এরূপ কড়া হুকুম দিয়াছেন সেখানে এদেশ জাত, কি সামান্য পদস্থ বিলাতি ইংরাজ গণ কে যে তিনি লক্ষ্য করেন না, সে বিষয় এক রূপ নিশ্চিত এবং জগদীশ্বরের ইচ্ছা তাহাই যদি হয় তবে ভারতবর্ষের মঙ্গল সূর্য্য এত দিন পরে উদয় হইল। ইংরাজেরা আমাদের ন্যায় পদতলে দলিত হন আমরা সে ইচ্ছা করিনা, আমাদের মন তত ক্ষুদ্র নয়। আমরা বলি যে ভারতবর্ষ বাসী ইংরাজ মাত্রের কর্ত্তব্য যে ভারতবর্ষের প্রকৃত মঙ্গল অনুসন্ধান করেন। ইংরাজ দিগের মধ্যে সেই স্পৃহাটি উদ্দীপন করা আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা। তাহারা কেবল এদেশে অর্থ উপার্জ্জন করিতে আইসেন। ইংরাজ দিগের বর্ত্তমান রাজ শাসন প্রণালী দেখিয়া অনেকে এক্ষণ সন্দেহ করিতেছেন যে ইংরাজ দিগের কেবল বাণিজ্য উন্নতি ও অর্থ উপার্জ্জনই ভারতবর্ষ অধিকারের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা মলেম আর উচ্ছিন্ন গেলেম যে পর্য্যন্ত তাহাদের এই অর্থ পিপাসা শান্তির কোন ব্যাঘাত না হয় সে পর্য্যন্ত তাহাদের তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষতি বোধ হয় না।

এই অবধি অমৃত বাজার পত্রিকা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইবে। আমাদের বরাবর সাধ ছিল পত্রিকা খানির ক্রমে ক্রমে উন্নতি করি। কিন্তু মফস্বলে থাকিয়া সে সাধ মিটাইবার বড় উপায় ছিল না। আবার কয়েকটি মমতার নিমিত্তেও অমৃত বাজার পরিত্যাগ করিতে পারিতাম না। অমৃত বাজার কপোতাক্ষী নদীর ধারে। কপোতাক্ষী নদীর অতি পরিস্কার জল, আমরা সেই নদীতে মৎস্য ধরিতাম। আমাদের ওখানে কুম্ভীরের ভয় নাই সুতরাং গ্রীষ্ম ও বর্ষা কালে মনের সাধে সন্তরণ দিতাম। কখন কখন শতাবধি লোক একত্রিত হইয়া সজারু ও খরগোশ শিকার করিতে যাইতাম। সেখানে গাছের ফল পাড়িয়া ভক্ষণ, গাভী দোহন করিয়া দুগ্ধ পান করিয়াছি। এই সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিতে পারিতাম না, মনে বড় কষ্ট হইত। কলিকাতায় বেড়াইতে আইলে যম যন্ত্রণা হইত আর যে পর্য্যন্ত পল্লিগ্রামের পরিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে না পারিতাম সে পর্য্যন্ত স্থির হইতে পারিতাম না। এখন কি না সেই কলিকাতায় বাস করিতে হইল? যশোহর যে পরিত্যাগ করিব ইহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই, সেই যশোহর কোথা আর আমরা কোথা! যশোহরের লোকে বরাবর আমাদিগকে বিস্তর অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন, আমাদের প্রার্থনা যেন তাহারা সেই অনুগ্রহের স্রোতটী বন্দ না করেন। অধিক কি বলিব আমাদের যশোহর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে বলিয়া বিস্তর রোদন করিতে হইয়াছে। কৃষ্ণনগর এখন আমাদের আরো নিকট হইল, সুতরাং পুর্ব্বে যদি আমাদের কর্ত্তৃক কৃষ্ণনগরের সাহায্য হইত এখনও তাহা হইবার সম্ভাবনা রহিল। সাধারণতঃ আমাদের গ্রাহক বর্গকে একটি নিগুঢ় কথা বলি। অমৃত বাজার পত্রিকার জন্যে পূর্ব্বে আমরা যত কষ্টই পাই, কি অর্থ ব্যয়ই করি এখন উহা কর্ত্তৃক আমরা অর্থ সম্বন্ধে বিশেষ উপকৃত হইতে ছিলাম। এই রূপ একটী লাভের ব্যবসায় লোকে ইচ্ছা পুর্ব্বক স্থানান্তরিত করে না। পত্রিকা খানি ভাল করিব এই আমাদের সাধ আর ইহারই নিমিত্ত আমরা আপতত অর্থ সম্বন্ধে অনেক ক্ষতি দিলাম। যাহারা ভাবিবেন যে অমৃত বাজার পত্রিকা সহরে স্থানান্তরিত হওয়াতে উহার ভাব পরিবর্ত্তিত হইবে তাঁহাদিগকে একটি কথা। যে লেখকেরা পূর্ব্বে অমৃত বাজার পত্রিকা চালাইত তাহাদের হস্তেই পত্রিকা রহিয়াছে। তাহার কিছু মাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই। তবে আমরা কিছু বিপদে পড়িয়াছি। আমাদের ব্যয় শত গুণে বাড়িয়াছে। সাধারণ্যে একটু অনুগ্রহ করেন, কলিকাতার লোকে একটু কৃপা দৃষ্টি করেন কাগজ চলিবে, নতুবা অমৃত বাজার পত্রিকার মৃত্যু হইবে।

রেবেনিউ বোর্ডের নূতন সরকিউলর।

সম্প্রতি বোর্ড নিয়ম করিয়াছেন যে, যে কোন মকর্দ্দমায় গবর্ণমেণ্টের বিশেষ স্বার্থ আছে উহা মুন্সেফেরা জজের অনুমতি না লইয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন না। বোধ হয় কোন মুনন্সেফ গবর্ণমেণ্টের কোন মকর্দ্দমা লইয়া গোড়ায় খারাপ করেন, বোর্ড তাহাতে বিরক্ত হইয়া একেবারে মুন্সেফ দিগকে এই রূপ করিয়া রাখিলেন যে আর তাহাদের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের কখন অনিষ্ট না হইতে পারে। এই হুকুমে একটু চতুরতা আছে। "বিশেষ স্বার্থের" অর্থ কি তাহা বোর্ড স্পষ্ট করিয়া লিখেন নাই। সুতরাং মুন্সেফ দিগের বোর্ডের হুকুম অমান্য না হয় তাহার এক মাত্র উপায় আছে। অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত যত মকর্দ্দমা তাহাদের নিকটে আইসে তাহার একটাও না লওয়া। বোর্ডের প্রকাশ্য অভিপ্রায় এই যে, যে মকর্দ্দমায় গবর্ণমেণ্ট এক পক্ষ তাহা যদি গুরুতর হয় তবে সে মকর্দ্দমাটি মুন্সেফেরা না করিয়া একেবারে জজে করিবেন। কিন্তু কাজে মুন্সেফদিগের গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত মকর্দ্দমা মোটে করা হইবে না। কোন্ মকর্দ্দমায় গবর্ণমেণ্টের বিশেষ স্বার্থ আছে, কোন্ মকর্দ্দমায় বিশেষ স্বার্থ নাই তাহা তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন না, না পারিয়া গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত মকর্দ্দমা পেলেই অমনি উহা জজের ওখানে পাঠাইয়া দিবেন। জজও ঐ বিপদে পড়িবেন। তিনি ভাবিবেন যে তিনি নিজে সব মকর্দ্দমা করিলে আর কোন ক্রমেই বোর্ডের হুকুম অমান্য করা হইবে না। বোর্ডের সরকিউলরের ফল আপাততঃ ইহাই বোধ হইতেছে। মুন্সেফেরা আর গবর্ণমেণ্টের মকর্দ্দমা করিতে পারিবেন না।

এরূপ নিয়মে সম্ভবতঃ গবর্ণমেণ্টের কিছু লাভ হইতে পারে, কিন্তু ক্ষতি বিস্তর। এদেশ পূর্ব্বে স্বেচ্ছাচারী রাজা দ্বারা শাসিত হইত তখন রাজার নামে নালিস চলিত না; ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রথমে এই টা দেখাইয়াছেন। সরকার অত্যাচার করিলে সরকারের নামে নালিস চলে, কি সরকারের ন্যায্য কোন সম্পত্তি কেহ হস্তগত করিলে সরকার বিনা নালিসে গায়ের বলে উহা অধিকার করিতে পারিবেন না এরূপ নিয়ম প্রথমে ইংরাজের রাজকিতে প্রকাশিত হয় আর ইহার নিমিত্ত লোকের ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উপর বিশেষ ভক্তি ছিল। সেই ভক্তিটা গেল। কথা হইতেছে এই মুন্সেফেরা উপযুক্ত না অনুপযুক্ত, যদি উপযুক্ত হয়েন তবে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের উপর বিশ্বাস করেন না কেন? আর যদি উপযুক্ত না হয়েন তবে তাঁহারা লোকের মকর্দ্দমা কি রূপে করিবেন? আমরা ভরসা করি বোর্ড এই ঘৃণেয় নিয়ম রহিত করিবেন! বিচারক দিগের ভ্রম মধ্যে মধ্যে চিরকাল হইবে কারণ বিচারক গণ মনুষ্য, তবে জজ গণের অধিক ভ্রম হয় কি মুন্সেক গণের অধিক ভ্রম হয় তাহা আমরা জানিনা। আমর এই মাত্র জানি যে জজেরা আইন অভ্যাস না করিয়া জজ হয়েন ও জজ হইয়া তখন আইন অভ্যাস করিতে থাকেন, কিন্তু মুন্সেফেরা আইন অভ্যাস করিয়া, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছু কাল ওকালতি করিয়া মুন্সেক হয়েন। যদি মুন্সেফ দিগের অধিক ভ্রম হয় তবে তাহার নিমিত্ত সকল সময় গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি হইবে এ কোন কথা নয়, কখন কখন প্রজার ক্ষতি হইয়া গবর্ণমেণ্টের লাভ হইবার সম্ভাবনা।

মুসলমান দিগের বিদ্যাশিক্ষা ও ইংলিশম্যান সম্পাদক।

যে অবধি নরাধম আবদুল্ল বিচারপতি নরম্যানের প্রাণ নাশ করিয়াছে, সেই হইতেই মুসলমান গণের উপর আমাদেরর কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে। বোধ হয়, ইহা দ্বারা তাহাদের উপকারও দর্শতে পারে। সকলেই মনে করিতেছেন, মুসলমানেরা তো বিদ্যার অনাদর করেনা, বরং সাদী নামক বিখ্যাত পারস্য কবি কহিয়াছেন, "বিদ্যোপার্জ্জন ব্যতিরেকে ঈশ্বরকে জানা যায় না" তবে কেন তাহারা আপন আপন সন্তান গণকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে এত আপত্তি করে? এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকেই অনেক কথা কহিতেছেম, কেহ কেহ বলেন, মুসলমান দিগের মতে পারস্য এব০ আরব্য ভাষাই শিক্ষণীয় এত দুভয় ভাষার শিক্ষার পূর্ব্বে অন্য কোন ভাষার আলোচনাই কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ মৌলবী মুন্সি গণ বৈদেশিক ভাষা মাত্রের এত দূর অবজ্ঞা করেন, যে তাঁহারা তুচ্ছ করিয়া কোন্ ভাষায় কি আছে, তাহা অবগত হইতেও ইচ্ছা করেম না। এক বার ঢাকা নগরীতে আমাদের সঙ্গে এক জন প্রসিদ্ধ মৌলবীর কথোপকথন হয়, তাহাতে তিনি কথা প্রসঙ্গে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, "ইংরেজিতে কি অভিধান আর কবিতা আছে?" এরূপ সংস্কার কেবল তাহারই এরূপ নহে, মুন্সি মৌলবীর অধিকাংশেরই এই প্রকার বিশ্বাস।

পক্ষান্তরে কেহ কেহ বলেন, আমাদের শাসন কর্ত্তা গণ যে সকল স্কুল কলেজ স্থাপন করিয়াছেন, তাহার প্রায় সকল গুলিতেই হিন্দুরা ইংরেজ শিক্ষক। কেবল মুসলমান শিক্ষকের স্কুল একটিও নাই। মুসলমানেরা নিতান্ত ধর্ম্মভিরু, কি জানি কাফের শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করিলে পরিশেষে ধর্ম্ম নষ্ট হয়, এই ভয়ে তাহারা আপন আপন সন্তান দিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে অনিচ্ছুক। লণ্ডনস্থ স্পেক্টেটর নামক পত্রিকাতে উল্লেখিত হইয়াছে, যে, ইংরাজেরা মুসলিমান দিগকে যথোপযুক্ত সম্মান করেন না, সুতরাং তাহারাও ইংরেজ দিগের নিকট কোন উপকার প্রত্যাশা করেনা। আবার অনেকে এরূপও বলিয়া থাকেন, যে এখনও এক শতাব্দীর অধিক বিগত হয় নাই যে, মুসলমানেরা রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন, রাজ্য হারা হইলে যে বিষম দুঃখের উদয় হইয়া থাকে, তাহা এখনও তাহাদের মনে সম্পূর্ণরূপ জাগরুক রহিয়াছে; এমতাবস্থায় তাহারা কি প্রকারে সরল চিত্তে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে যোগ দিতে পারে?

পূর্ব্বোক্ত সকল গুলি কারণই যে, সঙ্গত তাহা আমাদের বিশ্বাস নহে। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক মুসলমান সন্তান গণ যে অস্মদ্দেশীয় বর্ত্তমান রাজকীয় ভাষা শিক্ষা করিতে অগ্রসর নহে তাহার সন্ধান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ রিপোর্ট দৃষ্টি করিলে, অবগতি হইবে, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি অবধি অদ্যাপি বারটির অধিক মুসলমান ছাত্র উপাধি প্রাপ্ত হয় নাই, অথচ উপাধিধারী হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা চারি শতের ন্যূন হইবে না।

ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক মুসলমান দিগের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি ঔদাস্য জানিতে পারিয়া, বিগত ২৩ অক্টোবরের পত্রিকাতে একটি সুদীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়া সেই ঔদাস্যের নিরাকরণ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি কহেন, আমরা বিশেষ রূপ দেখিলাম মুসলমানেরা আপনা হইতে এপর্য্যন্ত উত্তমরূপ শিক্ষার যত্ন পাইলনা। ভবিষ্যতে পাইবে এমনও বোধ হয়না। এমতাবস্থায় যাহাতে তাহাদের মধ্যে বহুল পরিমাণে বিদ্যার প্রচার হইতে পারে গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহার বিহিত উপায় করা অত্যাবশ্যক। তিনি আরও বলেন, হিন্দুরা খৃষ্টীয়ান সম্পর্কীয় বিদ্যালয়েতে তাহারা আসিতে আপত্তি করে, তাহাদের সে আপত্তি নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধও নহে; ইংলণ্ডেও খৃষ্ট ধর্ম্মের এক সম্প্রদায় ভুক্ত বালকেরা অন্য সম্প্রদায়ের বিদ্যালয়ে যাইতে পারেনা; অভিভাবক গণ তাহাতে সম্মত নহেন। এমত স্থানে মুসলমানেরা তদ্রূপ আপত্তি করিতেই পারে। অতএব তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট হইতে এমত কতক গুলি বিদ্যালয় স্থাপন করা হউক যাহাতে কেবল মুসলমান ভিন্ন হিন্দু বা ফিরিঙ্গি শিক্ষক বি ছাত্র প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না। সহযোগী বিবেচনা করেন, তাহা হইলে মুসল দিগের সে আপত্তি থাকিবে না।

এক্ষণ বিবেচনা করা যাউক, সহযোগীর প্রস্তাব কত দূর কার্য্যে পরিণত হইতে পারে প্রথমতঃ কেবল মুসলমান শিক্ষক দ্বারা বি দ্যালয়ের কার্য্য সমাধা করা যাইতে পা

এমন দিন এখনও উপস্থিত হয় নাই। ভাল রূপ ইংরেজি শিক্ষা করিয়াছেন এমন মুসলমানের সংখ্যা নিতান্ত অল্প; যে কয় জন আছেন, তাঁহারা উচ্চ উচ্চ পদে অভিষিক্ত আছেন, তাঁহাদিগকে আনিয়া এইক্ষণ শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইলে, অধিক বেতন দিতে হইবে, দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের গবর্ণমেণ্টের এইক্ষণ বিষম অর্থ কৃচ্ছ্র উপস্থিত, এমন সময়ে, এই কার্য্যে এত অধিক অর্থ ব্যয়িত হইতে পারিবে কি না, আমরা বলিতে পারিনা। দ্বিতীয়তঃ যদি অর্থের অনটন বশতঃ মহম্মদীয় ধর্ম্মের গোঁড়া মুন্সি মৌলবী দিগের হস্তে প্রস্তাবিত বিদ্যালয় গুলির ভারার্পণ করা যায়, তাহাতে ব্রীটিশ শাসনের বা পাশ্চত্য বিদ্যার প্রতি মুসলমান দিগের ভক্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। তৃতীয়তঃ মুসলমানেরা এইক্ষণ যাহা চাহিবে, গবর্ণমেণ্ট যদি বাধ্য হইয়া তাহাই দিতে প্রস্তুত হন, ভবিষ্যতে, তাহাদের দাবী আরও বাড়িতে থাকিবে। হয়তো তাহারা এক দিন চাহিয়া বসিবে, "আমরা কাফের বিচারকের বিচারে সন্তুষ্ট নহি, আমাদের জন্য কাজি মুকতি নিয়োজিত করা হউক!"

ইংলিশম্যান সম্পাদক যে বিষয়ের প্রস্তাবনা করিয়াছেন' বিশেষ অনুধাবন পুর্ব্বক বিবেচনা করিলে, তাহার অসারতা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। সুসভ্য গবর্ণমেণ্ট মাত্রেই প্রজা দিগের শিক্ষার উপায় করিয়া দিতে বাধ্য, কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কি তাহা করেন নাই? প্রত্যেক নগরে নগরে কালেজ বা জিলা স্কুল এবং প্রায় প্রত্যেক পল্লীতে পাঠশালা স্থাপন দ্বারা গবর্ণমেণ্ট শিক্ষার ভারি সুযোগ করিয়া দিয়াছেন; মুসলমানগণ যদি সে সুবিধা অবহেলা করেন, গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য কোন মতেই দায়ী নহেন, বাধ্য করিয়া বা প্রলোভন দেখাইয়া বিদ্যা শিক্ষা নিতান্ত অসভ্য দিগের মধ্যে হইতে পারে, সুসভ্য মুসলমান দিগের মধ্যে তাহা কখনই কার্য্যকরী হইবেনা। মুসলমান গণ যদি ঐরূপ বিদ্যালয় চাহেন, তাহারা আপনারাই স্থাপন করিয়া লইতে পারেন; গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতিবন্ধক না করিয়া বরং প্রচলিত নিয়ম মত তাহার সাহায্য করিবেন। গবর্ণমেণ্ট কোন শ্রেণীস্থ প্রজার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে বাধ্য নহেন, বিশেষতঃ মুসলমান দিগের শিক্ষার বিশেষ কোন রূপ সুবিধা করিয়া দিলে তাহাতে হিন্দু দিগের মন কষ্ট হইতে পারে; অপক্ষপাতিতাই গবর্ণমেণ্টের সর্ব্ব প্রধান গুণ অতএব আমাদের বিবেচনায় এই বিষয়ের ভার গবর্ণমেণ্টের উপর চাপাইয়া দেওয়া অনাবশ্যক এবং অনুচিত।

WHAT THE GOVERNMENT SHOULD DO—

From what we have, of late, read with referrence to antipoligamy movement and Permanent Settlement in the newspapers conducted by native editors in the pamphlets published by native reformers, we are inclined to believe that very few amongst them have a correct notion of the Government of India. It is no marvel that amidst gross ignorance of the most patent subjects there should exist an ignorance of the origin, nature and the functions of Government, but what strikes us most is that these erroneous political opinions are endorsed by our English Contemporaries and our Legislature get support from them. If the opinions of our shallow reformers were mere froths, we would have kept ourselves silent till they dry away as mere idle speculations, but seeing that they carry some weight and influence among our Governors and exercise a great directive influence over the rising generation, it is, we think, time to blow them out from the atmosphere of political thoughts.

By Government we mean a power exercised by a person or body of persons over a society invested by it and revocable by it when used prejudicial to its interest. What the soul is to the body, so is the Government to the people, but unlike the soul it does not animate a mass of dead matter but is the direct result of it. The existence of a Society supposes a Government, and the extinction of the one is incomaptible with the preservation of the other. According to the definition we have attempted to clearly lay down above, and according to its acceptation in the European countries, India has no Government of its own. The Government of India is neither evolved from the feelings and wishes of the people nor is it preserved by the will of the people. It is a foreign power exercised among an unwilling people first established by physical force and must be upheld by physical force too. The action of the Government on the people is like animal magnetism in a carcass, and therefore as fitful. Remove the Government and there would be an anarchy. Remove the magnetic force the carcass will cease to move or if it would move at all, it would change to rottenness. The Government of India therefore is a misnomer or it is Her Majesty's Government *in* India. If the intention of the English conquerors of India is to establish a harmony between the people and the Government, without which no society can advance in the scale of civilization, the present Government should undergo a radical change. We are fully aware that without England, India is a chaotic mass but we at the same time know that Government without India ia a capricious despotism. Cry down justice, equity, religion, and good intentions from heaven itself nothing can justify a Government without the people. Much of the maladministration of justice much of the mutual distrust and of the ingratitude and disaffcection and discontent of the people have sprung from the fact that there is no Government of India. Government, state, society and people are synonymous terms; the laws and regulations of the country are the utterances of the public feelings, the property of the Government is the property of the people. The case is vastly different in India. The interest of the English Government in India is adverse to that of the people; the legal enactments are mere declarations of the future policy of the Governors which must be abided by the Governed; and any concession that is made to the people is a direct loss to the Governors. We will take two or three instances of late legislation for illustration of what we have attempted to state above.

Before the Road Cess Act was passed, it was discussed whether Lord Cornwallis had any power to make a promise to a small number of Zemindars which should have a binding force over future generations. If it can be once proved that property in land belongs to the Government, that is to the people for the time being, no Government enactment can have any legal force beyond that generation, in which it is made. If the Government that disposed of property in land to a few Zemindars was constituted by the people themselves, the Regulation I of 1793 can be repealed if the people will it and the English Government can have no fear of any evil consequence from it. We do not uphold the Permanent Settlement because certain rights have been created, and therefore should be presrved by a law, but that it would be an infraction of a solemn promise made by a great nation to a great nation. Every law is repealable and every right created by a law is also liable to destruction by another. Let the Government be composed of natives men who are more changeable than Englishmen. There would be no difficulty in repealing any law that has been found obstructive to the advance of civilization. There would be no clamour, discontent and disaffection in makiug or unmaking a law or imposing a tax or resuming land if the people were to know that it is done by *their* Government, that is by themselves. Let there be a native element in the legislation and administration of Government, not introduced by grace and

flattery as in the Bengal Council but by the public voice, India will not only have a Government of its own, but there would reign universal peace, contentment and happinss throghout the length and breadth of the land. In a future issue we intend to show how far a representative Government is practicable in India.

AN ORIGINAL GENIUS—In is easier to tread a beaten path but it is more glorious to do what others do not and to undo what others do. The path of an original character is difficult and harassing but it is at the same time glorious and exciting. An original character is sometimes a genius and some times a really great man, but whether a humbug or a philosopher it is not safe to trust such a man. It is still more unsafe to trust the liberty and lives of millions with such a character. We can trust ordinary men, we generally trust them, we generally deal with them, but a genius or an original genius tho' immensely superior to the class of ordinary men whom we do and can trust creates a degree of suspicion fatal to all confidence in him He is too high for us, we cannot appreciate him, we resepct him but cannot trust him with any thing which we deem valuable. The question often occurs whether we ought to be thankful to Her Majesty for having sent us such an able man and original genius as Mr Campbell. That he is an able man we admit, we believe every body does, that he is an universal genius he has satisfactorily proved by his treatment of land questions, his administrative powers, his profound minutes, and the power of discovering the origin and derivation of words, but it is as yet an open question whether he will prove a blessing or a curse to the country. He must prove one of these for he is extremely radical, breaking and building, modelling and remodelling. More than this, any established order of things is an abomination to him, he views things from an extra-ordinary man's point of view, he has extraordinary taste, extraordinary ideas and sentiments and he sees around nothing but a stupendous system of folly, the works of his predecessors. His convictions ore deep never to be shaken by ordinary men, he has an opinion of his own on every subject and he has an absolute faith in the correctness of his opinions, and what can be expected from such an individual if he is placed at the executive head of such a vast country? No hesitation, no half measure, no timidity, no prudent deliberation can be expected from such a man he sees before him a system which to his extraordinary view seems foolish and he at once sets himself down to break it, and build another of his own upon its ruins. If he falls to smashing to ...es an unsound system, still there is a chance of his founding a more unsound one in its stead, and there is a great chance of his falling to vigoronsly upon a sound and beneficial system. So as we said an original man with extensive or rather absolute executive powers is calculated to prove either a blessing or a curse to the country. What Mr Campbell proves is yet uncertain, but the prospects are certainly gloomy, and the Natives are constantly crying with alarm what next and next. In the case of Roberts *versus* Hogg Mr Campbell has done what was only expected of him, He adopted a bold, we should say a reckless course defying public opinion crushing beneath his feet cherished traditions of the people, and the consequence is, he has inspired the people with awe, admiration, anger and fear. Mr Halliday would have most probably compromised the matter, Mr Grant perhaps would punish Mr Hogg, and Mr Beadon at least side with Mr Roberts. Mr Grey perhaps would have punished both, but dismssal from the service none perhaps amongst them would have dreamt of. Mr Campbell has acted consistently, he has done what others of the ordinary stamp would have not done. In his minute upon Jail discipline Mr Campbell ruled that short term prisoners should be more severely dealt with than long term prisoners. Now this is the most extraordinary view regarding jail discipline ever put forth by the wildest of reformers. To our ordinary intellect it seems that the punishment ought to be determined by the Magistrate or Judge who sits in Judgement, not by the Jailor, and if a criminal happens unfortunately to commit a light crime he should not be punished for it, and that such orders to jailors or Inspectors of Jails are not only unwarrantable by law but common sense. But as we said the views of persons of uncommon sense must necessarily differ from that of the public. He has reduced the status of the subordinate executive service and what he has done others would have thought it highly impolitic to do under present circumstances. That service alone is now open to the Natives and the Natives in a body not content with it are clamoring for higher employments. The connection between the conquerors and the people is not natural, and it is the opinion of ordinary politicians that some concessions must be made to, but no concessions once given to be taken from, the people to keep them in good humour and for the continuence of the British Empire in India. He has already ordered for a large number of Civilians which would entail enormous expense in these hard times, but all these matters Mr Campbell overlooks, what is *his* view, he and men of *his* genius can alone appreciate. In the matter of education Mr Campbell has actually even gone beyond Campbellian philosophy. The nation has been most loudly praying for further extension of *real* education, the nation has done what a loyal nation can do, it has not fought only with bayonets to defend the present system of education from Government, but if Lord Mayo threatened, Mr Campbell struck the blow. This was the first blow ever struck at Bengal by its own Ruler.

The last minute of the Lieatenant Governor has actually stunned us with surprise. During his late tour to Behar Mr Campbell found to his horror that really a language called Urdoo was taught in the schools of that part of the Bengal Presidncy. Persian according to His Honor is a beautiful language and he can tolerate it, but Urdoo must be absolutely abolished at once from all the schools of Bengal! But we must allow Mr Campbell to speak for himself:—

"——— they are adopting, and, I hope will adopt, many more English words. All words really adopted in to the popular language should be taught to the children of the people. What I insist on is that the language taught as vernacular shall be the real language of the country—talked and understood by any intelligent man whom we meet in the streets, and not artificial and fictitious langnages. If new words must be found to express ideas, then, seeing how completely we have adopted English for our higher education in these Provines I think it is better to import English words than to coin new words from any strange language

As regards Hindee and Hindoostanee, my view is that they should be taught as very nearly the same language written in different characters. As will be seen from what I have already said, I do not wish to encourage an archaic and pedantic hindee, I find that some of the hindee school-book published in the North Weste Provinces contain at least as many Persion words as an ordinary intelligent native understands. The same books literally transcribed in the Persian charactar, would give a hindoostanee vernacular as refined as I could desire to have. I therefore instruct the Director of Public Instruction as follows:—

Urdu is absolutely abolished in all our schools and all our teaching.

The number of bengalee books, is so great, that by weeding out the too Sanscritived and artificial books, and adopting those in good vernacular we shall find enough for our purposes.

Now here is progress with vengeance. There are many anecdotes afloat in the country regarding despots, how one commanded his wife who was in family way never to give birth to a female child on pain of instant death. We have here another addition to the list. We reserve our opinion on this grand reform of Mr Campbell for the present, it may or may not be, for aught we know a really beneficial measure, but the manner in which a language is absolutely abolished from our schools and colleges by the Head Executive Officer, a stranger to the habits, language and customs of the country without consulting the Natives of the soil, without consulting the Native education-

al Officers has filled us with the utmost surprise. Mr Campbell with commendable candour and modesty confesses that he does not know Bengallee, but this confession does not lessen his ardour for reform and his conceit. For a stranger confessedly ignorant of a language to make himself quite at home with it, and sit in judgement upon it presupposes an amount of boldness which we can have no conception of.

দুইটী ঘোর বিপদ।

সংবাদ পত্র লেখকদিগের একটি অখ্যাতি আছে যে তাহারা কিছু অত্যুক্তি করে এই জন্যে প্রকৃত কোন বিপদের কথা উল্লেখ করিতে আমাদের ইতস্তত করিতে হয়। ঝড়ে বন্যায়, মন্নান্তরে যাহা না হইয়াছে, ৫ শত বৎসর কাল পরাধীন থাকিয়াও যাহা না হইয়াছে, এত দিন পরে সংক্রামিক জ্বরে তাহাই হইতে আরম্ভ হইল।

বাঙ্গালা উচ্ছিন্ন যাইবার যো হইয়াছে, বাঙ্গালা কেন ভারতবর্ষ। যে সমুদায় স্থান বিখ্যাত স্বাস্থ্যকর ছিল সেখানেও লোকে পালে ২ মরিতেছে। এ দেশে লোকে পীড়িত হইলে বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাইত এখন কোথা যাইবে? যেখানে যাইতে চাহে শুনে সেখানকার অবস্থাও বাঙ্গালার অবস্থার মত। কিসে, কবে আমাদের এই ঘোর বিপদের সীমা দেখিতে পাইব? এ বিপদ সাগরের কুল দেখিতে পাইনা।

আবার আমাদের সম্পত্তির মধ্যে গরু। আমাদের ধন নাই, বাণিজ্য নাই, আমাদের যথা সর্ব্বস্ব নাঙ্গল আর গরু। গরুর বংশও নিপাত হইবার যো হইয়াছে। বন্যার পূর্ব্বে গোমড়কে বিস্তর পশু মরে, এমন কি গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া ইহার কারণানুসন্ধান করিতে একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। তাহার পর বন্যা আইসে, বন্যায় অনেক গরু ভাসিয়া যায়। অনেক স্থানাভাবে ও আহারাভাবে মরে, এমন কি যখন বন্যার ভারি প্রাদুর্ভাব তখন গরুর মোটে দাম ছিল না, কিন্তু গরুর প্রকৃত মড়ক জল সরিয়া গেলে আরম্ভ হয়। বন্যা সরিয়া গেলে নূতন তৃণ হইতে আরম্ভ হয়, সে সমুদায় তৃণ গরুর পক্ষে বিষ। যেমন ঐ তৃণ ভক্ষণ করে অমনি গলা ফুলে আর দুই এক দিনের মধ্যে মরিয়া যায়। এই রূপ বন্যার পরে কত গরু মরিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। একবার পল্লিগ্রামে গেলে কতক আভাস পাওয়া যায়। যিনি সম্প্রতি যশোহর হইতে কলিকাতায় কার্ত্তিক মাসের শেষে আসিয়াছেন তিনি দেখিয়াছেন যে দুর্গন্ধে পথ দিয়া আসা যায় না। এখন কি করা কর্ত্তব্য? কিছু করা যে কর্ত্তব্য তাহা বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিবেন। পূর্ব্বে একবার কথা হয় যে গবর্ণমেণ্ট বিদেশ হইতে এ দেশে কিছু গরুর আমদানি করিবেন, কই তাহার আর কিছু এখন শুনিতে পাই না। আমাদের বিবেচনায় আপাতত এই রূপ কিছু গরুর আমদানি করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, ইহাতে গবর্ণমেণ্টের কিছু মাত্র ক্ষতি হইবে না। আর একটী কথা। আমাদের বিবেচনায় কিয়ৎকালের নিমিত্ত গোমাংশ ভক্ষণ রহিত করিলে ভাল হয়। ভক্ষণের নিমিত্ত অতি অল্প পরিমাণে গরু নষ্ট হইয়া থাকে সন্দেহ নাই, কিন্তু এখনকার অবস্থা বিবেচনা করিতে গেলে সে অল্প সংখ্যাও আমাদের নিকট গুরুতর।

বিবিধ।

পাঠক প্রত্যেক কলিকাতা গেজেটে দেখিয়া থাকিবেন যে, উক্ত গেজেটের অর্দ্ধেক আন্দাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারি গণের স্থান পরিবর্ত্তন ও নিয়োগে পরি পূরিত থাকে। প্রত্যেক সপ্তাহে এত পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন কি ইহা জানিবার নিমিত্ত অনেকে এক একবার উৎসুক হইয়াছেন সন্দেহ নাই। কর্ম্মচারি গণের স্থান পরিবর্ত্তন করিতে তাহাদের নিজের ও গবর্ণমেণ্টের অনেক ব্যয় হয়, ও এ ব্যয় বহন সাধারণের করিতে হয়। এরূপ স্থান পরিবর্ত্তনে প্রায় সকলেরি অসুবিধা হয়, তবে গবর্ণমেণ্ট দিবা রাত্রি এরূপ ভাঙ্গা গড়া কেন করেন? এক স্থানে হাকিমিরা অধিক দিন থাকিলে হাকিম গণ খারাপ হইয়া যাইবেন এ ভয় যদি হয় তবে যশোহরে লকোড সাহেব জজ কেন এই ৮ বৎসর যশোহরের লোক গুলিকে জ্বালাতন করিতেছেন? তাহা নয়, ইহার নিগূঢ় কারণ আছে ইহা ভাবিয়া আমরা গোপনে ইহার অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করি। অনেক অনুসন্ধান করিয়া আমরা এক সপ্তাহের গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারি গণের স্থান পরিবর্ত্তনের কারণ অবগত হইয়া প্রিয় পাঠক তোমাকে জ্ঞাত করিতেছি। এ বড় গোপনীয় কথা, প্রকাশ করিও না করিলে যে বেচারি কেরাণী আমাদিগকে এই সংবাদ দিয়াছে সে মারা পড়িবে।

১৫ই নবম্বর কলিকাতা গেজেট। "শ্রীযুক্ত টি হারলি সাহেব ত্রিপুরা হইতে বর্দ্ধমানে বদলি হইলেন" কলিকাতা গেজেটে এই টুক মাত্র লেখা আছে, কেন যে বদলি হইলেন তাহার আভাস নাই। আমাদের সম্বাদ দাতা কেরাণী মহাশয় বলেন এই সমুদায় বদলির নিগূঢ় কারণ আছে। তিনি যে ব্যক্তি যে কারণে বদলি হইয়াছেন তাহা এই রূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

কলিকাতা গেজেট, ১৫ই নবেম্বর। টি হারবি সাহেব ত্রিপুরা হইতে বর্দ্ধমানে বদলি হইলেন। কারণ হারবি সাহেব বোডকিন সাহেবের অনুরোধ পত্র আনেন।

জে কেলমোর সাহেব মুরসিদাবাদ হইতে হুগলি বদলি হইলেন। কারণ কেলোমোর সাহেবের স্ত্রীর ৭ মাস সন্তান লক্ষণ, তাঁহার গুগলি খাইবার সাধ গিয়াছে।

বিপ্র নাথ বাগছি, সারণ হইতে ফরিদপুরে বদলি হইলেন কারণ তাঁহাকে বদলি করা কর্ত্তব্য।

সি বষ্বোস সাহেব বালেশ্বর হইতে কটক বদলি হইলেন। কারণ তাঁহার একটী দাঁত ফেলিতে হইবে। কটকে দাঁতাল সাহেব দন্ত উপড়াইতে খুপ তৎপর।

অনুকুল মিত্র হাজারিবাগ হইতে চিটেগাঙ্গ বদলি হইলেন। কারণ হাজারিবাগে বন বন সাহেব যাইবার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

জি ফুট সাহেব হাবড়া হইতে পলেমাও বদলি হইলেন কায়ণ তিনি একটী ভদ্র মহিলার প্রতি বল করেন ইহা অব্যর্থ রূপে সপ্রমাণ হইয়াছে।

এম, হাম্প সাহেবকে যে বদলি করা গিয়াছিল তাহা আর করা হইল না কারণ তাহাকে বদলি করার কারণ ছিল না।

জি ব্যাট২ সাহেবকে যে বদলি করা হইয়াছিল তাহা রহিত করা হইল কারণ ব্যাট ব্যাট সাহেব বদলি হইতে চাহিলেন না।

কানাই লাল দত্ত সিলহট হইতে বরিশাল বদলি হইলেন। কারণ কলিকাতা গেজেটের দুই আঙ্গুল স্থান পুরাইবার সমগ্রী পাওয়া যাইতেছে না।

সোমেশ্বর পালিত যশোহর হইতে কৃষ্ণনগরে বদলি হইলেন, কারণ লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের এই রূপ ইচ্ছা।

দোকড়ি পাকড়সী ভাগলপুর হইতে ২৪ পরগণায় বদলি হইলেন কারণ সেক্রেটারির হাতে আর কোন কাজ নাই।

মূল্যপ্রাপ্তি।

বাবু জ্ঞানেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরি ঢাকি ৭৬ সালের অগ্রহায়ণ ৮

বাবু জগদীশনাথ রায় বালেশ্বর ৭৯ সালের শ্রাবণ ৮

বাবু জগদিন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরি মন্থনা ৭৯ সালের শ্রাবণ ৮

বাবুনবীনচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মঙ্গনসরাই ৭৯ সালের জৈষ্ঠ ৫

পবলিক লইব্রেরি উত্তর পাড়া ৭৯ সালের ভাদ্র ৭৸০

হিতকরি সভার সম্পাদক মেহেরপুর ৭৮ সালের চেত্রশেষ ৩৸০

বৈকণ্ট নাথ দে, বালেশ্বর ৭৯ সালের আশ্বিন ৬৷৷

দিন বন্ধু বন্দোপধ্যায ঢাকা ৭৮সালের পৌষ ৮

সংবাদ।

—আমরা শুনিলাম যে লেফটেনেণ্ট গবর্ণর রবার্ট সাহেবকে সাবেক বেতনে ষ্ট্যাম্প কলেক্টর ও ষ্টেষনরির সুপারিণ্টেণ্ডেনট করিতে প্রস্তাব করায় রবার্ট সাহেব উহাতে সম্মত হইয়াছেন।

—আমীর খাঁর সম্বন্ধে নিম্ন আদালতের হুকুম গত কল্য বহল হইয়াছে।

—লক্ষ্ণৌতে বৎকালে উলাউঠা রোগ প্রাদুর্ভুব হয় তৎকালে উক্ত রোগাক্রান্ত ৫৭ জন লোককে ডাক্তার আবদুল রহমন খাঁ চিকিৎসা করেন। তন্মধ্যে

তিনি ৫৩ জনকে আরোগ্য করেন। অপর তিন জন অতিশয় বিলম্ব করিয়া আপনাদিগকে উক্ত ডাক্তারের নিকট দেখালেই মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়।

—সালেঙ্গোরের দস্যু দিগের পিনং দ্বীপে দ্বিতীয় বিচারে তাহাদের নয় জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম হইয়াছে। কিন্তু যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর অপেক্ষা ফাঁশি ভাল, ইহাই বলিয়া তাহারা শেষোক্তটাই প্রার্থনা করিয়াছিল।

—সমাচার দুরবীণ পত্রে লিখিত হইয়াছে, আলীগড় জেলার সেকন্দর পরগণার গোপাল পুর গ্রামে তোতারাম বণিক নামক এক ব্যক্তির স্ত্রী এক কালে ৬ ছয় টী সন্তান প্রসব করিয়াছে! তন্মধ্যে দুইটী পুত্র চারিটী কন্যা। ৩টি ২টি শ্রবণ করা গিয়াছে, কিন্তু ছয়টী কুত্রাপি শুনা যায় নাই। সংবাদ লেখক বলেন ছয় টীই জীবিত আছে।

—প্রভাকর বলেন, রাজ্ঞী বিক্টোরিয়া কনিষ্ঠ জামতা মার কুইস অব লরিণ রাজ বংশীয় নহেন বলিয়া তাঁহাকে একটী রাজকীয় নৃত্য সভায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হয়, রাজ কন্যা লুইসা ইহাতে অপমান বোধ করিয়া কহেন যেখানে স্বামির প্রবেশানুমতি নাই সেখানে আমিও প্রবেশ করিব না সুতরাং উভয়েই ফিরিয়া যান, এটী এক প্রকার বিলাতী দক্ষ যজ্ঞের গল্প; কুলমর্য্যাদা সর্ব্বত্রই আছে।

—নুতন সিবিলিয়ান বাবু বিহারী লাল গুপ্ত আসিয়া কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন বিচার কার্য্যে এক্ষণ কিছু২ সুখ্যাতির রব শ্রবণ করা যাইতেছে। শুনিতে পাই অল্প দিনের মধ্যেই অনেকের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন।

—গোয়ার শাসন কার্য্য হইতে কাউণ্ট সান জানুয়ারিও অপসৃত হইতেছেন এবং তাঁহার স্থাপটুগালের এক জন রাজ কুমার আসিতেছেন।

—ঢাকাস্থ কতিপয় উৎসাহি বাসন্দা তথায় দেশীয় অভিনয় করিতেছেন। এই উদ্দেশে প্রায় ১৬০০ শত টাকার অধিক চাঁদা উঠিয়াছে।

—বিদ্রোহ সুচক কোন বিষয় ছাপানের জন্য টাইমস অব ইণ্ডিয়ার নামে অভিযোগ হইয়াছে।

শ্যামের রাজার আহ্বানের জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বহ্বায়োজন করিতেছেন। তিনি ডিসেম্বার মাসেয় শেষেই কলিকাতায় আগমন করিবেন। তাঁহার আমোদের জন্য গবর্ণমেণ্ট হাউসের কম্পাউণ্ডের মধ্যে বিস্তর বাজি ও আলো দর্শন করান হইবে।

—লক্ষ্ণনাউ টাইমস এক খানি কেপ সম্বাদ পত্রের একাংশ উদ্ধৃত করিয়া আপন পত্রে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তাহাতে এই রূপ লিখিত আছে। যে হীরকাকর সমূহের আবিস্কিয়া ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছে। ঐ পত্র তাহার মূল্য আহ্নিক ৫০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ বার্ষিক ১৫,০০,০০০ পাউণ্ড নির্দেশ করেন।

—বর্ম্মাধিপতি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীকে বর্ম্মীয় টিসলাওয়ে উপাধি ভুষিত করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডের রাজ সভায় এক দূত প্রেরণ করেন। গ্লেড্‌ষ্টোন সাহেব আহ্লাদ সহকারে এই সম্মান গ্রহণ পুর্ব্বক বর্ম্মা রাজকে এক অভিবাদক লিপি প্রেরণ করিয়াছেন। দূত ব্রিটিশ রাজ সভায় যথেষ্ট সম্মান সহকারে গৃহিত হইয়াছিলেন।

ওকালতী ও মোক্তারী পরীক্ষার নিমিত্তে ১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসের নিম্ন লিখিত কএক দিন স্থির করা গেল।

প্রথম শ্রেণীর ওকলভী পরীক্ষার নিমিত্তে
১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসের ২২ তারিখ সোমবার
ঐ ঐ ২৩ ঐ মঙ্গলবার।
ঐ ঐ ২৪ ঐ বুধবার।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ওকালতি পরীক্ষার নিমিত্তে
১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসের ২৬ তারিখ শুক্রবার।
ঐ ঐ ২৭ ঐ শনিবার।

মোক্তারী পরীক্ষার নিমিত্তে
১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসের ২৯ তারিখ সোমবার।
ঐ ঐ ৩০ ঐ মঙ্গলবার।

—সুসাই গণ এক্ষণ শ্রীহট্টের সীমায় ছত্রচুড়া পর্ব্বতের নিকট যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইতেছে। সেভি সাহেব ৮০ জন কনষ্টাবলের সহিত সেই দিকে ধাবিত হইয়াছেন।

—জর্জ কিলড সাহেব এক খানি পত্র পাইয়াছেন তাহাতে এরূপ লিখিত আছে "আমরা কতিপয় পঞ্জাবি, প্রধান প্রধান ইংরেজ হাকিম দিগকে হত্যা করিবার ইচ্ছায় স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছি আমরা নিজ নিজ জীবনকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করি]" যে ব্যক্তি এই রূপ পত্র লেখককে ধরিতে পারিবেন উক্ত জজ সাহেব তাহাকে এক শত টাকা পুরস্কার দিবেন এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

—গত রবিবার ক্লাইবষ্ট্রীটে অগ্নি লাগিয়া ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। রবিবার রাত্রিতে প্রথমতঃ পাটের গুদামে আগুণ লাগিয়া চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয় এবং সোমবার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বভুক হুতাশন জঠরাগ্নি পুর্ণ করিয়াছেন। এবার প্রায় ৩। ৪ লক্ষ টাকার মাল তাঁহার উদরসাৎ হইয়াছে। এমন কি এই অগ্নিতে প্রায় ৭। ৮ খানা ইষ্টকালয় ও ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। পার্সি সাহেব এই অগ্নি নিবারণ জন্য সমধিক পরিশ্রম ও সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

—গত ২৯এ নবেম্বর আগ্রা কেল্লাস্থিত বারুদ গুদামে অগ্নি লাগিয়া এরূপ ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছিল যে, যমুনার অপর তীরবর্ত্তী লোকেরাও ভীত হইয়াছিল। শুনা গেল প্রায় ৬০জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই, একটী গৃহে আগুণ লাগিয়া ১০। ১৫ সহস্র বারুদের পিঁপা ভস্মীভুত হয়। সমুদায় গুদামে আগুণ লাগিলে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়া উঠিত সন্দেহ নাই।

—নেলোর নদীর উপরে ৩ বৎসর ধরিয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়া যে একটি সেতু নির্ম্মিত হইয়া ছিল, প্রস্তুত হইলে তাহার ২০ দিন পরে উহা ভাসিয়া গিয়াছে। পবলিক ওয়ার্ক বিভাগ দ্বারা যে এটী নির্ম্মিত হইয়া ছিল তাহা বলা বাহুল্য।

—দিল্লী গেজেট বলেন, হাইদ্রাবাদের এক জন ব্রাহ্মণ গণনা করিয়া বলিয়াছেন, সার সালার জং এই বৎসরের মধ্যেই দেহ ত্যাগ করিবেন। তাহার পীড়া হইয়া মৃত্যু হইবে অথবা কেহ তাহাকে হত্যা করিবে। সার সালার জং উক্ত ব্রাহ্মণকে রাজ বাটীতে রুদ্ধ রাখিয়া বলিয়াছেন, যদি তাহার কথা সত্য হয় তিনি হাজার টাকা পাইবেন, অন্যথা তাহার শির শ্ছেদন করা হইবে। এক্ষণে ব্রাহ্মণকে দিন ২ টাকা করিয়া খোরাকি দেওয়া হইতেছে। ব্রাহ্মণের এ দুর্বুদ্ধি কেন?

—ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পাঠে অবগত হওয়া গেল, গত সপ্তাহে কৃষ্ণনগরের মহা রাণী মহা সমারোহের ৪ বৎসর বয়স্ক একটী বালককে দত্তক পুত্র রূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

—গত পরশ্ব রাত্রিতে লার্ডমেয় সস্ত্রীক পুনর্ব্বার কলিকাতার নাট্যশালা দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। গ্রীষ্ম কাল সিমলা বাসে গিয়াছে, শীত কাল নাট্যশালা ভোজ ও নৃত্য গীতাদিতেই অতিবাহিত হইবে বোধ হইতেছে।

—সোম প্রকাশ বলেন, সে দিন হাইকোর্টে আর এক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। পেসোয়ার নিবাসী এক জন মুসলমান হাইকোর্টের বারাণ্ডায় বেড়াইতে বেড়াইতে এক জন চাপরাসীকে জিজ্ঞাসা করে, বড় সাহেব কোথায়? চাপরাসী বলিল, তাঁহাকে তোমার প্রয়োজন কি? সে বলিল আমার প্রয়োজন আছে। চাপরাসী বলিল তুমি চলিয়া যাও। ইহাতে সে ক্রোধান্বিত হইয়া বলিল আমি তোমাকে প্রহার করিব চাপরাসী ভীত হইয়া বালিফের নিকটে গিয়া সমুদায় বলাতে তিনি উহাকে ধৃত করিয়াছেন। সে বলিয়াছে, সে কলিকাতায় নুতন আসিয়াছে, সে মসজিদে থাকে তাহার নাম জানে না। সে এক জন সুবাদারের ভ্রাতা। কিছু খরচের জন্য বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। রেজিষ্ট্রার এ বিষয় অবগত হইয়া তাহাকে পুলিষে চালান দিয়াছেন।

প্রেরিত।

মহাশয় সম্প্রতি রাণা ঘাটের নিকটবর্ত্তী হবিব পুর নামক গ্রামে একটী আশ্চর্য্য বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ঐ গ্রামে ভব শঙ্কর ভট্টাচার্য্য নামক কোন একটী বংশজ ব্রাহ্মণের একটী বিবাহ যোগ্যা কন্যা থাকে। তাহার নাম গিরিবালা বয়স এক্ষণে অন্যূন চতুর্দ্দশ বৎসর। দেখিতেও বেশ সুশ্রী। দুই তিন বৎসর হইতে নানা স্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। কন্যার পিতা প্রকাশ্য বলিতেন এ কন্যা কুলিনকে দান করিব। কিন্তু ভিতরে এই স্থির করিয়া ছিলেন যে এই পাত্রির বিবাহ দিয়া বড় মানুষ হইব। যেখান হইতে যে ঘটক আইসে ৫০০ শত, ৭০০ শত ও হাজার টাকা পর্য্যন্ত পণ চাহেন সুতরাং সকলেই এই উচ্চ দর শুনিয়া ফিরিয়া যায়॥ কন্যাটীর ঘরে বিমাতা ও পিতা ভিন্ন কেহই নাই। ইহার লালন পালন ও কন্যা কোথায় থাকে কোথায় খায় ইহার অনুসন্ধানে যত্ন থাকুক বা না থাকুক। তাহার বিবাহেয় পণের লোভটা বিলক্ষণ ছিল। কন্যা স্বয়ং ও আত্মীয় স্বজনেরা দেখিল যে তাহার আর বিবাহ হয় না এবং যদি হয় তবে কোন অন্ধ খঞ্জ বা বৃদ্ধের সঙ্গে হইবে নতুবা কোন সমযোগ্য সৎ পাত্র তাহাকে এত টাকা দিয়া বিবাহ করিবে না। পরিশেষে কন্যা আপন বিবাহের চেষ্টা আপনিই করিতে লাগিল। আশন প্রতিবাসী দিন নাথ ভট্টাচার্য্য নামক একটী যুবাকে বিবাহ করিতে অভিলাষিণী হয় এবং লোক দ্বারা ও স্বয়ং পিতার কাছে এ বিষয়ের প্রস্তাব করে। পিতা সদুত্তর না দিয়া এই মাত্র বলিয়াছলেন

"আগামী অগ্রহায়ণ মাসে যাহা হয় করা যাইবে"। পাত্রটী জাত্যংশে একটু ছোট ও নির্ধন। বোধ হয় পিতা এ বিবাহে আপন আশা পুর্ণ করিতে পারিবেন না বলিয়াই সম্পূর্ণ সম্মত হন নাই। গত ১৪ই কার্ত্তিক পাত্রী (গিরীবালা) সন্ধ্যার সময় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া উক্ত চোবের সঙ্গে বীর নগর গ্রামে আপন পিতার মামাতো ভাইয়ের বাটীতে উপস্থিত হয়। এবং সেই রাত্রিতে ব্রাহ্মণ নাপিত প্রভৃতি ডাকাইয়া বিবাহ কার্য্য সম্পূর্ণ করে। পর দিন প্রাতঃকালে বাদ্যাদি বাজাইয়া বর কণে হবিব পুরে আসিবে। ও দিকে কন্যার পিতা পুলিষে এই বলিয়া সম্বাদ দেন যে আমার কন্যাকে দীননাথ ভট্টাচার্য্য যাদব চন্দ্র ভট্টাচার্য্য (বরের আত্মীয়) শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য (সম্প্রদাতা) ও তিন কড়ি দাসী (কন্যার সই মা বা ঘটক) ফুসলাইয়া বাহির করিয়া গোপনে বিবাহাদি করিয়াছে। এদিকে হবিব পুরে বর কন্যা আসিয়া উপস্থিত। ওদিকে পুলিষের লোক জন যাইয়া টোপর বরণ ডালা ছোবা মালা প্রভৃতি সুদ্ধ এই কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করতঃ বরণ করিয়া হাজতে দিলেন। রাণাঘাটের সুযোগ্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবুর আসামী ফরিয়াদীর জবানবন্দি লওয়ার পর আসামীরা সেসন আদালতে সমর্পিত হইয়াছে বিচারে যাহা হয় মহাশয়কে পরে জানাইব। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে এ বিবাহের তো কুশণ্ডিকর আপ্ত পদী গমন প্রভৃতি কিছুই হয় নাই। সুতরাং এ বিবাহ সিদ্ধ কি না? পিতা সম্প্রদান করেন নাই কিন্তু পাত্রীর নিজের মতে ঐ পাত্রের সঙ্গে বিবাহ ও একত্রে শয়নাদি হইয়া গিয়াছে। পিতা আদালতে মোকর্দ্দামা রুজু করিয়া এক্ষণে গালে মুখে চড়াইতেছেন তাঁহার সকল দিকেই ক্ষতি। পণের বিষয়ে তাঁহার "লঙ্কা ভাগ" মাত্র সার হইল। হায় কি পরিতাপের বিষয় এক দিকে কদর্য্য কৌলিন্য প্রথায় দেশের কুলীন কন্যারা চির দুঃখিনী। অন্য দিকে যাহারা কুলীনের ধার ধারেন না তাঁহাদের মধ্যে এ কি অনর্থের উৎপত্তি। আহা কবে আমাদের দেশ হইতে বহু বিবাহ ও শুক্র বিক্রয় প্রথা উঠিয়া যাইবে কবে বঙ্গ মাতা তাঁহার সন্ততি হিন্দু মহিলা গণকে সম যোগ্য পাত্রে সমর্পিত দেখিয়া আনন্দ সাগরে ভাসমানা হইবেন। সম্পাদক মহাশয় কন্যার পিতার উচ্চ পণের লোভই কি এই অনর্থ মুল নহে। ভাবিয়া দেখুন দেখি যদি ঐ পাত্রের কারাবাস হয় এবং কন্যাটীকে কেহ আর বিবাহ না করে তবে কি সর্ব্বনাশই না হইল॥ আবার এ কর্ম্মটিও বলি যে এরূপ বিবাহ প্রার্থনীয় যদি গোড়ায় ব্যভিচার না ঘটীত। শুনিতে পাই ভাদ্র মাস হইতে উহাদের গোপনে স্ত্রী পুরুষ ভাব চলিতেছে।

রাণাঘাট
২১৭৮ ২৮ কার্ত্তিক

শ্রীঃ

কয়েক দিন হইল, আমি বায়ু পরিবর্ত্তন মানসে অত্র নগরীতে আসিয়াছি। এস্থানে বিজয়া দশমী, ও ভরত মেলা উপলক্ষে, যেরূপ সমারোহ দেখিলাম তাহার কিছু লেখা কর্ত্তব্য বোধে, লিখিলাম, অনুগ্রহ পুরঃসর সংশোধনান্তর আপনার পত্রৈক পার্শ্বে স্থান দানে বাধিত করিবেন।

অতি প্রাচীন কাল হইতে, অত্র নগরী বিশ্বেশ্বরাধিষ্ঠিতা বলিয়া, হিন্দু দিগের প্রধান তীর্থ। এস্থানে মৃত্যু হইলে শিবলোক প্রাপ্তি, ও মোক্ষ হয়, বোধে সংস্থানাপন্ন হিন্দুগণ, জীবনের শেষ দশায় সপরিবারে কাশীধামে, বসত বাস করেন। কালে তাঁহাদের অপত্য সন্তান সন্ততি গণ, নানা কারণ বশতঃ এই স্থানেরেই বাসন্দা হইয়া যান। এই রূপ কেহ ৬। ৭ পুরুষ বা তদপেক্ষাও অধিক দিন বাস করিয়া আসিয়াছেন। বাঙ্গালী টোলায় বাঙ্গালী সংখ্যা দেখিলে, প্রধান প্রধান নগরাপেক্ষাও সমধিক দৃষ্ট হয়। আমি একটি অর্দ্ধবয়স্ক ব্রাহ্মণ মুখে শ্রুত হইলাম বহুতর ঘর প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণত বাস করেন অন্যান্য বর্ণেরত কথাই নাই।

বাঙ্গালা দেশের প্রায় এমন ধনাঢ্য ব্যক্তি দেখা যায় না যাঁহাদিগের একটী না একটীরই কীর্ত্তি কাশীতে আছে। কালে ক্রিয়া কলাপ সামাজিক রীত্যাদি সকলই স্ব স্ব দেশের মত হইয়া উঠিয়াছে। গত দুর্গোৎসব উপলক্ষে বড় কম ঘটা হয় নাই। গত বিজয়া দশমীর দিনের গঙ্গার উপরে আমোদের একশেষ দেখিলাম। ধনী বাঙ্গলী জন বজরার উপরে উঠিয়া, বাইচ দিতেছেন নানাবিধ বাদ্য যন্ত্রের শব্দে, ওবহু সংখ্যক জন গণের কোলা হলে দিক্ সকল ধ্বনিত হইতেছে, তীরে না না স্থানীয় অসংখ্য জন গণ দণ্ডায়মান, তিলার্দ্ধ স্থান পাওয়া যায় না। নদী তটস্থ মহা রাষ্ট্রীয় দিগের ৭।৮ মহল প্রস্তরময় আট্টালিকা সকল পুরুষ ও স্ত্রী উভয় বিধ লোক পূর্ণ, বিদেশীয় দর্শক গণ তটে কি ছোট২ নৌকায় উঠিয়া আমোদ দেখিয়া বেড়াইতেছেন ফলতঃ এই সময়ে গঙ্গার ও তীরস্থ আট্টালিকা সকলের চমৎকার শোভা হয়। দেখিলে নয়নের ও মনের তৃপ্তি লাভ করা যায়।

ভরত মেল।—এইটিই হিন্দু স্থানী দিগের প্রধান পর্ব্ব। অনন্ত চতুর্দ্দশীর দিন হইতে আরম্ভ হইয়া বিজয়া দশমীর পর একাদশীর দিন সমাপ্ত হয়। অযোধ্যাধিপতি রাম লঙ্কা পতি রাবণের বধ ও সীতার উদ্ধার সাধন করিয়া অযোধ্যা প্রতি গমন করিতেছেন, ভরত তাঁহাদিগের আগমন বার্ত্তা পাইয়া, দর্শনি ও সমাদরে গ্রহণ মানসে, অগ্রসর হইতেছেন এই উপলক্ষে উক্ত মেলাটি হইয়া থাকে অদ্য একাদশীর দিনে "ভরত জি উর রাম জি কো সাত মোলাকত্ হোবে" এই অপরিসীম আনন্দে জন গণ নানা বিধ গীত বাদ্য ও উৎসব করিতেছে। মৃত বাবু দেব নারায়ণ সিংহ ও অন্যান্য জমীদার গণের ব্যয়ে রাস নগর ও নাটমলী নামক স্থানে দুইটি জাঁকের মেলা হয়। এতদ্ভিন্ন আর ও স্থানে স্থানে হইয়া থাকে। একটি প্রান্তরে এক দিকে কত কাণ্ড লিবনিক রাম লক্ষ্মণ ও সীতা সাজিয়া অরণ্যচারী বেশে দণ্ডায়মান থাকেন। অপর দিক হইতে ভরত তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া আনন্দ গদ্গাদ হইয়া পুলকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে অতি বেগে রামের চরণ যুগলে গিয়া লুণ্ঠিত হইতে থাকেন, রাম ও সস্নেহে ভরতকে আলিঙ্গন করতঃ ক্রোড়ে ধারণ করেন তৎপরে সকলে একত্রে একটি হস্ত্যুপরি আরোহিত বইয়া রঙ্গ পথ দিয়া গমন করিতে থাকেন, এই সময়ে চতুর্দ্দিক হইতে পুষ্প ও মাল্য বর্ষণ হইতে থাকে। চতুর্দ্দিক হইতেই আনন্দ ধ্বনি হইতে থাকে, নানা প্রদেশীয় রাজগণ সুসজ্জিত হাওদার উপর আসীন হইয়া আনন্দে চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিতে থাকেন। অশ্বগণ নানা বিধ স্বর্ণ রজত ভুষণে ভুষিত থাকে, পথ পার্শ্বস্থ আট্টালিকার বারাণ্ডার প্রধান প্রধান লোক ও আপামর সাধারণ জন গণ কেহ দণ্ডায়মান কেহ আসীন থাকেন, বাস্তবিক হস্তীর নিনাদে অশ্ব গণের হ্রেষারবে, জন গণের আনন্দ ধ্বনিতে, বাদ্য যন্ত্রের শব্দে দিক্ মণ্ডল এরূপ প্রতিধ্বনিত হয় যে দেখিলে এই অভিনয়টিকে প্রকৃত বলিয়াই বোধ হয়। যাহারা এই মিলন দেখিল তাহারাই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিল। সম্পাদক মহাশয় এইটি দেখিতে বড়ই কৌতুকাবহ এইটি দেখিলে অত্রত্য জন গণের হিন্দু ধর্ম্মে আস্থা ও রাজ ভক্তির পরাকাষ্টার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় অলমতি বিস্তরেন।

শ্রীঅমৃত নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীপুর বাসিনঃ

মহাশয়। শাসন বহির্ভূত প্রদেশ সমূহেতে যে, কত প্রকারে অহিতাচার হইতেছে. তাহা আর আপনাকে কত জানাইব। সেই২স্থানের শাসন কর্ত্তৃগণ সকলেই আপনাদিগকে এক একটী অদ্বিতীয় অধীশ্বর বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহারা আপন২ অধিকারে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন তাহাতে সাধারণ্যে অনিষ্টোৎপত্তি হইলেও উপরিস্থকর্ত্তৃপক্ষ খাতিরে ঐ বিষয়ে দৃক্কপাতও করিবেন না। তাঁহারা হিতাহিত পরিবেদনা বিহীন হইয়া স্বীয়২ অধিকারে যে কতমত অহিতকরী আজ্ঞা প্রকাশিত করিয়া থাকেন, তাহার কে সংখ্যা করিতে পারে? ইহাদের মধ্যে কেহবা "সেলাম না করিলে দ্বীপান্তরে যাইতে হইবে ও কেহবা" সহরের মধ্যগত সমুদয় টাট্টি ২॥০ হাতের অধিক উচা রাখিলে আজন্মকাল জেলে থাকিতে হইবে ইত্যাদি নানা প্রকার অন্যায়াচরণে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। তাহাতে কি আইন বিরুদ্ধ কাজ করা হইতেছে না? এইরূপ কার্য্য কি সর্ব্ব সাধারণের অনুমোদনীয়?

এই গোয়াল পাড়া জেলার প্রসিদ্ধ জমিদার মহোদয়ের ভাগিনেয় শ্রীযুত বাবু গোলক নাথ বড়ুয়া মহাশয়, (বড় পেটার স্কুলে) জনেক ছাত্রকে একটি বৃত্তি প্রদান করেন। কিন্তু উক্ত বাবু মহাশয় বৃত্তির টাকা ঐ ছাত্রের হস্তে না দিয়া বিভাগিয় ডিপুটি ইনেস্পেক্টরের দ্বারা সে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কেম্বল সাহেবের নিকট বরাবর পাঠাইয়া দেন; উক্ত সাহেব যাহাদুর, ঐ টাকা বৃত্তিধারী ছাত্রকে না দিয়া স্কুল ফণ্ডে জমা করিয়া দেন, শুনিলাম, তিনি মাহিয়ানা (স্কুলিংফি) কর্ত্তন করিয়া লইয়াছেন। আশ্চর্য্য। ছাত্র মরুক আর বাঁচুক, পড়ুক আর পড়ুক, স্কুলের মাহিয়ানা পেলেই হয়। দিন ২ কত নিয়ম বেরোতে লাগিল। সম্পাদক মহাশয় জিজ্ঞাসা করি, সাহেব বাবু কোন্ বিধান অনুসারে ছাত্রের নিকট হইতে আগামী স্কুলিং ফি গ্রহণ করেন?

বসম্বাদ
বোলপুরে।

নিয়োগ।

১৫ই ডিসেম্বর। জেমস্ অস্টিন্ বুডিলন সাহেব পাটনার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং কলেক্টার কিছু দিনের নিমিত্ত সাহাবাদে বদলি হইলেন।

ফ্রান্সিস উইলিয়ম বেডকক সাহেব আসিসটেণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং কলেক্টর কিয়ৎ কালের নিমিত্ত ভাগল পুরের অন্তর্গত মদিপুরা সব ডিভিসনের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীযুত মাস্টার্য সাহেব মালদহার শিক্ষাবিভাগের লোকাল কমিটির মেম্বর হইলেন।

বাবু শরচ্চন্দ্র বন্দ্য এম, এ, বি, এল, গোয়াল পাড়ার কিয়ৎকালের নিমিত্ত শিক্ষা বিভাগের লোকাল কমিটির মেম্বর হইলেন।

১৬ ডিসেম্বর। রেভরেন্ড উইপিয়ম উন্নকিনসন আরা শিক্ষা বিভাগেব লোকাল কমিটির মেম্বর হইবেন।

উইলিয়ম লি ক্লেমিং রবিনসন দিনাজ পুরের প্রথম শ্রেনীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

১৯ ডিসেম্বর।

নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারী গণ ১৮৩৩ খৃঃঅব্দের নয় আইন অনুসারে ছুরঙ্গ ডিষ্ট্রিক্টে ডেপুটী কলেক্টরের পদে অভিষিক্ত হইলেন, যথা:—

এন সাইন জেরেণ্ড ওয়াড মার্টিন, প্রবেটারি এসিসটেণ্ট স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব রেবেনিউ সরভে।

কনষ্টেটাইন ব্রাউন ফিল্ড, রেভেনিউ সরভেয়ার দ্বিতীয় শ্রেণী।

জেমস কেটারেল প্রাইস সাহেব মেদিনী পুরের বন্দবস্ত কর্ম্মচারী হইবেন। ১৮২১ খৃঃ অব্দের ৭ আইনের ১৮২৫ খৃঃ অব্দের ৯ আইন অনুসারে তিনি কলেক্টরের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন। মেদিনী পূরের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং কলেক্টর হেনিরি জিরাভ কুক চট্ট গ্রামে বদলি হইলেন।

বিজ্ঞাপন।

(*A novel full of Mysteries in Bengali.*

এই এক নূতন!

আমাদের গুপ্ত কথা!!

অতি আশ্চর্য্য!!!

প্রথম পর্ব্ব ২২ সংখ্যা পর্য্যন্ত রঙ্গীণ টাইটেল যুক্ত একত্রে বাঁধা হইয়া বিক্রীত হইতেছে। মূল্য ৸০ বার আনা ডাক মাশুল ৵ আনা। এবং দ্বিতীয় পর্ব্ব সংখ্যানুসারে প্রতি রবিবার এক এক সংখ্যা প্রকাশ হয়, ৩৬ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছে, মূল্য প্রত্যেক সংখ্যা দুই পয়সা মাত্র। সাজাহানের দরবারের রহস্য প্রকাশক "উজীরপুত্র" নামে আর এক খানি নবেল প্রতি শুক্রবার প্রকাশ হয়, মূল্য ঐ। এবং "বিদূষক" নামে এক খানি বাঙ্গালা Punch প্রতি শনিবার প্রকাশ হয়, মুল্য ঐ। উজীর পুত্র ১৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত এবং বিদূষক ৭ম সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছে। এই তিন খানি পুস্তক কলিকাতা শোভা বাজার শ্রীযুত কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীনবীন কৃষ্ণ বসু।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে অমৃত বাজার পত্রিকা আফিশ কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বাঁড়ুর্য্যের গলি ৫২নং বাটিতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। পত্রাদি সেখানে পাঠান হয়।

সর্পাঘাত।

মাল বৈদ্যদের মতে সর্পাঘাত চিকিৎসা দ্বিতীয় সংস্করণ। ডাক্তার ফিয়ার সাহেব এ সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন ও মতামত ব্যক্তরিয়াছেন তাহার সার ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। মাল বৈদ্যদের হাতে রোগী মরে না ও তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী যে ততি উৎকৃষ্ট সর্পাঘাত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। মুল্য সমেত ডাক মাশুল ছয় আনা

শ্রীচন্দ্রনাথ কর্ম্মকার

অমৃত বাজার।

সঙ্গীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত ডপেজিটারিতে. কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট ব্যানার্জি এণ্ড ব্রাদারের লাইব্রেবিতে, এবং নিম্ন স্বক্ষরকরীর নিকট তত্ত্ব কবিলে পাওরা যাইবে গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়ের মাশুল ৵০ আনা। কেহ নগদ ৫ টাকার বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শতকরা ১২ টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

যশোহর অমৃত বাজার।

এই পত্রিকার বাবদ বরাৎ চিঠি মনিঅডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু হেমন্ত কুমার ঘোষের নামে পাঠাইবেন।

লেখ্য বিধান।

প্রজা জমিদার কি মহাজন কি খাতক ক্রেতা কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোক দলিল লিখিবার ক্রটিতে ক্ষতি গ্রস্থ হইয়া থাকেন অতএব লেখ্য সম্পাদক বিষয়ক নিয়ম গুলি একত্র প্রকাশিত হইলে সাধারণের সুবিধা ও ক্ষতি নিবারণ সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া এই পুস্তক খানি সংকলিত হইয়াছে। মুল্য এক টাকা কলিকাতা, শীতারাম ঘোষের ষ্ট্রিট ৮২ নম্বর-ভবনে, অমৃত বজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে এবং যশোহরের মুক্তিয়ার বাবু চন্দ্র নারায়ন ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

অবকাশরঞ্জিনী।

কতিপয় সুবিখ্যাত গ্রন্থকার দ্বারা অনুমোদিত হইয়া অবকাশ রঞ্জিনী সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন নানা বিষয়ে অনেক গুলি উৎকৃষ্ট রসাল কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবিতা রসপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই ইহা পাঠ করিয়া সম্ভবতঃ পরিতৃপ্ত লাভ করিবেন। মুল্য ১ টাকা যশোহর স্কুলের শিক্ষক বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্রের নিকট প্রাপ্তব্য।

চট্টগ্রামেরএকজন সুশিক্ষিতযুবকইহার গ্রন্থকর্ত্তা।

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেন্ট।

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল

যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল

কৃষ্ণনগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ার স্কুল

কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার কাশিপুর

বাবু দীন নাথ সেন, গোহাটি

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহক গণ অমৃত বাজার বরাবর মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠান।

যাহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মুল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মূল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়াণ্ট পত্র অমরা গ্রহণ করিব না।

অমৃত বাজার পত্রিকা মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম।

বার্ষিক ৮ টাকা

ষাম্মাসিক ৬।০

ত্রৈমাসিক ৩৫

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মুল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵

ও ততোধিক বার /

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা বহু বাজার হিদেরাম বন্দোপাধ্যায়ের ৫২ নং বাটি হইতে প্রতি বৃহস্পতি শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।